শিক্ষা সর্বজনীন করতে হবে

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সংলাপে সলিমুল্লাহ খান

ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতকে একটা 'যৌক্তিক সীমায়' নিয়ে আসার তাগিদ দিয়ে অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেছেন, যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা সর্বজনীন করতে এটাকে জাতীয়করণ করতে হবে। অর্থনৈতিক পরিবর্তন না এনে শিক্ষায় পরিবর্তন আনা যাবে না।

গত শুক্রবার সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী শিক্ষা ভাবনা নিয়ে 'কেমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই' শিরোনামে একটি সংলাপে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সলিমুল্লাহ খান বলেন, বর্তমানে শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়, রাষ্ট্র শিক্ষার অধিকার পূরণ করতে বাধ্য নয়। কতটুকু শিক্ষা হলে এক জন মানুষ কর্মজীবনের জন্য যোগ্য হবে। কমপক্ষে ১২ বছর স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষা হিসেবে পৃথিবীর সব দেশেই স্বীকৃত। এটুকু শিক্ষা যদি অবৈতনিক না হয়, তাহলে এটাকে অধিকার হিসেবে বলা যাবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল চাকরি হওয়া ঠিক না। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের নীতি অনুসারে পেশাগত এবং উচ্চশিক্ষায় মেধার প্রশ্ন তোলা যাবে না, শিক্ষার সুযোগ সবার থাকতে হবে। বলা হয়েছে, জাতীয় আয়ের সর্বোচ্চ ছয় ভাগ খরচ করতে হবে। শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন বলেন, পাঠ্যবইয়ে কী করে ক্ষমতাসীনদের রাজনীতি ঢোকানো যায়, এটার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের শিক্ষার যে প্রধান ধারা আছে এগুলোর কোনো মিলনস্থল নাই। সামিনা লুৎফা বলেন, ২০১২ সালের কারিকুলামের কোনো প্রাকটিক্যাল ছিল না। ২০২১ সালেরটা পুরোই প্রাকটিক্যাল। দুটোকে সমন্বয় করে ভালো কারিকুলাম করা সম্ভব। রাখাল রাহা বলেন, আমি কোনো স্বপ্নের শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশে চাই না। স্বপ্নের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিত্র বাংলাদেশে বিরাজ করছে না। মৃত শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচানোর চেষ্টা করাটা আশু কর্তব্য।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক

রাফিকুজ্জামান ফরিদের সঞ্চালনায় সংলাপে আরো বক্তব্য দেন অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন, ড. সামিনা লুৎফা নিত্রা, লেখক ও গবেষক রাখাল রাহা, অধ্যাপক নাভিন মুর্শিদ, শামীম জামান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সালমান সিদ্দিকী।